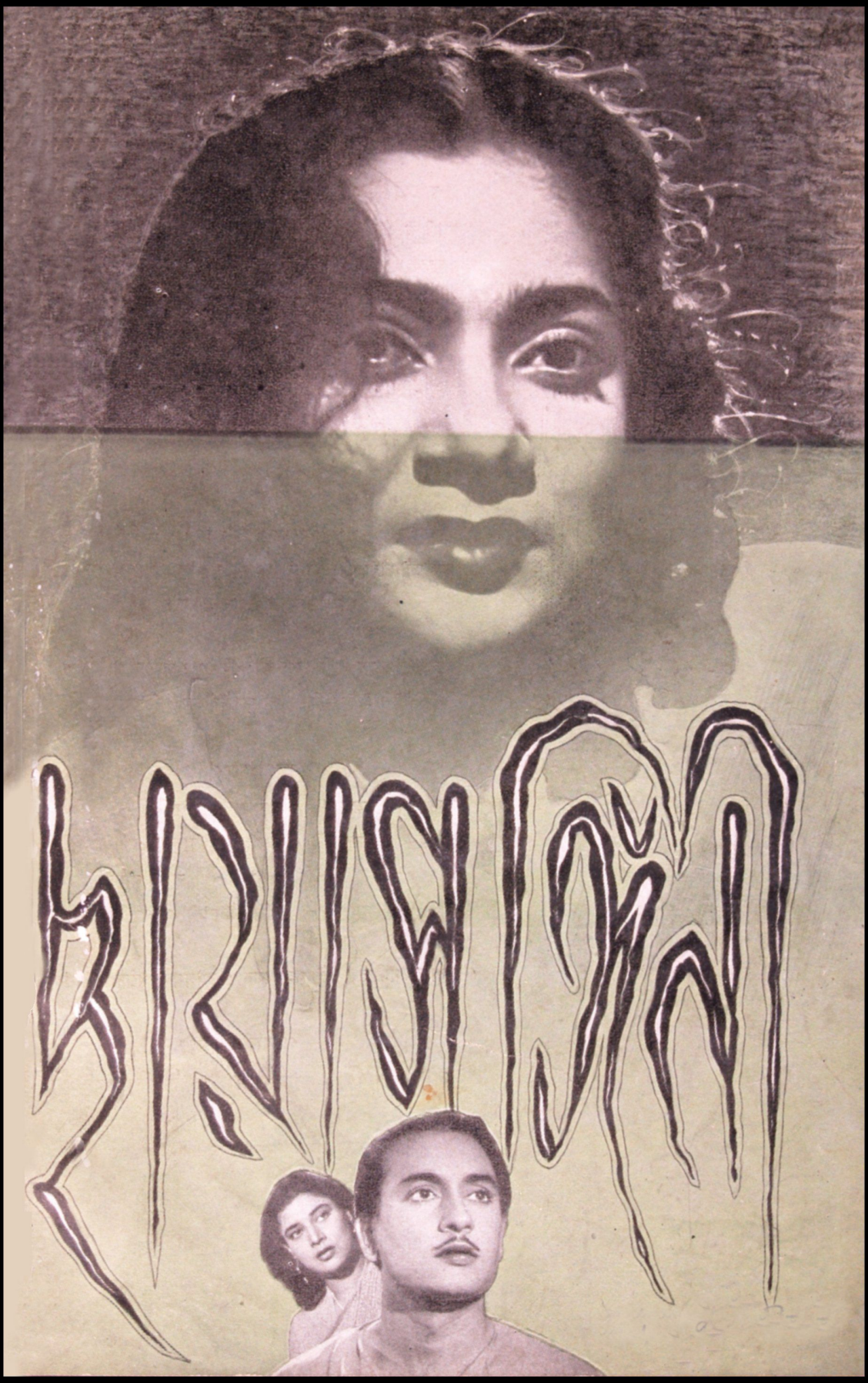

জি-আর-ডি-র নিবেদন

ছায়াসঙ্গিনী

আলোকচিত্র ও পরিচালনা : বিভূতি ঘোষ

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুরসৃষ্টি : কালিপদ সেন ও বীরেন রায়। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল। সম্পাদনা : প্রণব মুখার্জি। যন্ত্র-সঙ্গীত : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা। চিত্রগ্রহণ : বিমলেশ দেব ও সমীর ভট্টাচার্য্য।

প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ।

● সহকারী ●

পরিচালনা : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : মধু ভট্টাচার্য্য। শব্দগ্রহণ : শশাঙ্ক ও বলরাম। সম্পাদনা : প্রশান্ত দে।

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

● রূপায়ণে ●

মঞ্জু ● অনুভা ● বসন্ত ● ছবি ● মলিনা
ভাস্কর ● চন্দ্রাবতী ● শোভা ● বাবুয়া ● নিভাননী
অপর্ণা ● শান্তা ● তারা ভাদুড়ী
আশা ● শান্তি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : উৎপলা সেন ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক :
নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ছায়াসঙ্গিনী

মণীষা আর কেতকী।

'একবৃন্তে দুটি ফুল' কথাটি যেন এদের লক্ষ্য করেই সৃষ্টি হয়েছিল। কলেজে তারা একই সঙ্গে পড়ে। এদের মনের মিল, মতের মিল আর রুচির মিলের ভেতর কেউ এতটুকু খুঁত ধরবে, এমন কোন সুযোগ এরা কখনো কাউকে দেয়নি। গরমিলের ভেতরে যা, সে হ'ল এই যে কেতকী লেখাপড়া করে হষ্টেলে থেকে, আর মণীষা থাকে তার বীণা মাসির বাড়ীতে। গরমের ছুটি এলো।

কেতকীকে যেতে হবে কাশীতে, তার মায়ের কাছে। কিন্তু যাবার আগে বহু চেষ্টা করেও মণীষা কিছুতেই কেতকীর দেখা পাচ্ছে না। ব্যাকুল মণীষাকে প্রবোধ দিয়ে বীণামাসি বলেন, নিশ্চয় এমন কোন জরুরী কাজে কেতকী আটকে গেছে যে, এখানে আসা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথবা, এমনও তো হতে পারে যে, জরুরী কোন খবর পেয়ে কেতকী কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গেছে! মণীষা ছুটে গেল কেতকীর হষ্টেলে। গিয়ে শুনলো, সে কলকাতাতেই আছে। কেতকীর ওপরে একটা চাপা অভিমান নিয়ে সে ফিরে এলো।

এদিকে কেতকীর সমস্যাটা স্বতন্ত্র। কাশীতে যাবার আগে দেবেশের সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। গেলবারের ছুটিতে দেবেশের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল।

তারপর সেই সূত্র ধ'রে তাদের সম্পর্ক কখন যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছে গেছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। তাই ছুটিতে যাবার আগে দেবেশের সান্নিধ্যলাভের অন্তরঙ্গ বাসনাটা তার মনে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, মণীষার সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হষ্টেলে ফিরে যখন সে শুনল মণীষা তার খোঁজে এসে ফিরে গেছে, তখনই সে ছুটে গেল মণীষার কাছে। অনেক কষ্টে মণীষার অভিমান ভাঙিয়ে সে সব কথা খুলে বল্ল। কেতকী একটি ছেলেকে ভালোবেসেছে শুনে মণীষা তো খুব খুশি। জোর করে বান্ধবীকে সে টেনে নিয়ে গেল সেই বিশেষ জায়গাটিতে —যেখানে কেতকী প্রতিদিন দেবেশের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দেবেশ এলো না। মণীষা বললঃ নাই বা এলো আজ। আর একদিন দেখা হবে। আমি রোজ এসে এখানে হানা দেবো।

বাড়ী ফিরেই মণীষা শুনলো দেশ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে,—তার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ। এক্ষুনি রওনা হতে হবে। দেশে পৌঁছেই সে শুনতে পেল, বাবা মারা গেছেন। এই আকস্মিক দুঃসংবাদ যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে তার জীবনের সমস্ত ছন্দকে ভেঙে চুরমার করে দিল।

মণীষার বোন মল্লিকা কাকার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ছুটে এলে—আর ফিরে যাবার সময় স্তব্ধ-বিহ্বল মণীষাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে চলে গেল রাণীপুরে। রাণীপুরের বাড়ীতে, কতেই মল্লিকার ছেলে বাবুসোনা মণীষাকে 'কাকীমা' বলে ডেকে বসলো। দোষটা অবশ্য বাবুর নয়। কারণ মল্লিকা যখনই কোথাও যেত—বাবু সোনাকে এই বলে যেত যে, এবার সে তার জন্যে একটা কাকীমা এনে দেবে। তাই মল্লিকার সঙ্গে মণীষাকে দেখে বাবু ধরে নিল—বুঝি কাকীমা এল।

ধীরে ধীরে বাবুসোনা মণীষার স্তব্ধ নিঃসঙ্গতার অচলায়তন ভেঙে তার হৃদয়ে নিজের জায়গা করে নিল। আর, এই ছোট্ট ছেলেটিকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মণীষা রাণীপুরের সব কিছুই ভালবেসে ফেল্ল। মল্লিকা আর তার স্বামী মহেশবাবু এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'লেন যে, এবাড়ীর ছোট বৌ হবার সব দায়িত্ব একদিন মণীষাই নেবে।

মহেশবাবুর ছোট ভাই দেবেশকে মণীষা কখনো দেখেনি। সে কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করে। তবুও ছোট বৌ হবার দায়িত্ব সে নিল, কারণ এ বাড়ীর সব কিছুকেই সে এও ভালোবেসে ফেলেছে যে, দেবেশ কে, অথবা কেমন লোক, একথা ভাববার অবকাশই সে পায়নি।

মল্লিকার তাগিদে দেবেশ দেশে এসে যখন শুনলো যে, তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন সে বেঁকে বসলো। কারণ, এখানে আসবার আগে সে কেতকীকে বিয়ের কথা দিয়ে এসেছে। মহেশবাবু দেবেশের এ ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারলেন না। ফলে, একটা কলহের ভেতরে দেবেশ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

লজ্জা আর অভিমানে নিজেকে লুকোতে গিয়ে মণীষা অকস্মাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল; আর তারই ফলে হলো তার মৃত্যু।

সাধারণ গল্প এখানে এসেই শেষ হয়। কিন্তু 'ছায়াসঙ্গিনী'র গল্পের এখান থেকেই সুরু। আর, এ-গল্পের শেষ যেখানে, সেখানে পৌঁছুবার জন্যে আপনাকে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে হবে!

গান

(১)

আয় ঘুম আয়
যাদুর চোখে ঘুম আয়
দুয়োরাণীর সোনা
ঘুমের দেশে আয়

আয় ঘুম আয়
প্রজাপতির পাখায় ভেসে
যায় যে বাবুল ঘুমের দেশে
চম্পাবতী কৈ
তারে খোঁজে খোকন ঐ
লা-লা—লা, লা, লা—
লা—লা

নামে ঘুম নিঝুম
সোনার নয়ন ছায়
ময়ূরপঙ্খী নায়
আয় ঘুম আয়—
ঘুম আয় আয়

(২)

ভাল লাগে এই মধু রাত
চৈতি চাঁদ কেন জানি না
আমি বলাকা ওগো মেলি পাখা
বাধা মানি না—জানি না।
চম্পকে শুধালে কয় সে
পিয়া পথ চেয়ে শুধু রয় সে
তারে দেখি যে তবু যেন লজ্জা
কাছে টানি না।
জানিনা তো সে বা কোন পিয়াসে
স্বপ্নে এ আঁখি দুটি মগ্ন
মন বলে এ জীবনে তবে কি
এলো আজ সেই শুভ লগ্ন
কাছে থেকে তবু যেন দূর সে
আনে পরাণের বাঁশরীতে সুর সে
যদি বোঝে ভুল
তাই ভেবে আমি যে মালা
আনি না।

॥ শ্লোক ॥

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য"
"জাতকের মৃত্যু যেমন সত্য
তেমনি মৃতের জন্মও ধ্রুব সত্য"

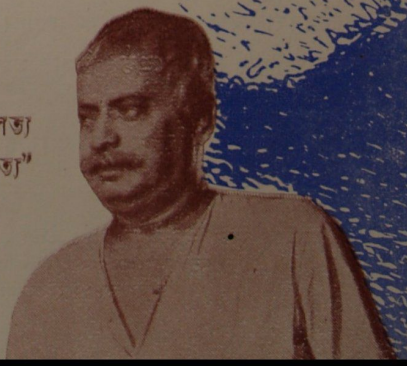

নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায়

শিল্পী

প্রধান দুটি চরিত্রে : সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার।
পরিচালনা : অগ্রগামী। সুর : রবীন চ্যাটার্জী।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস।
পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

মর্ত্যের মৃত্তিকা

শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার কমল মিত্র ও পাহাড়ী সান্যাল।
পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বড়মা

নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় 'কলরূপা'র দ্বিতীয় নিবেদন। কাহিনী ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে : দিপ্তী রায়, সন্ধ্যা, বিকাশ প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের বাল্যস্মৃতি

দরদী কথাশিল্পীর অভিনব জীবনালেখ্য। পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে প্রস্তুতির পথে।

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।